শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ আধুনিক

ইউনিট ৫

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা জগতে শিশু জাগরণের যুগ বলে অভিহিত করা হয়। শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিশু আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু চিরকাল এ অবস্থা ছিল না। দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি নির্ধারণে শিশুকেই অবহেলা করা হয়েছে। শিশুর প্রয়োজন, সামর্থ্য, আগ্রহ, পছন্দ-অপছন্দ এ সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে সেগুলোর জায়গায় বড় করে দেখা হয়েছে পিতা-মাতা, অভিভাবক, সমাজ-নায়ক, ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদির দাবিকে। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর স্বাধীনতা ও নিজস্ব কর্মপ্রচেষ্টার কোন স্থানই ছিল না। শিশু কি শিখবে, কেন শিখবে, কিভাবে শিখবে, কখন শিখবে এসবেরই সর্মময় নিয়ন্ত্রক ছিলেন পিতা-মাতা, শিক্ষক, সমাজনায়ক, রাষ্ট্রনায়ক প্রভৃতি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিবৃন্দ। এই গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা যে ত্রুটিপূর্ণ এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ একথা শিক্ষাবিদেরা উপলব্ধি করেছেন এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার যে আমূল পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন তাও তাঁরা স্বীকার করছেন।

প্রাচীন গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কারের ফলে বর্তমান শতাব্দীতে পৃথিবীর উন্নত দেশসম হে শিক্ষাব্যবস্থা একটি নতুন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমান শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো ঃ

- স্বাধীনতা
- সক্রিয়তা
- অভিজ্ঞতা
- আন্তর্জাত শৃংখলা
- সৃজনশীলতা
- ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এই শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়িত করতে হলে শিক্ষাদান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। বর্তমান ইউনিটে আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি তথা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বাস্তবায়নের উপায়সমূহ এবং কোন ধরনের পাঠদান পদ্ধতির কি কি সুবিধা-অসুবিধা, দোষ-গুণ রয়েছে তাও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। প্রসঙ্গত আধুনিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করলে পাঠদান সবচেয়ে বেশি সাফল্য বা সার্থকতা অর্জন করা সম্ভব সে সম্পর্কেও ধারণা প্রদান করা হবে।

এ ইউনিটে নিম্নলিখিত আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে চারটি পাঠে আলোচনা করা হবে ঃ

পাঠ - ১ পরীক্ষণ পদ্ধতি
পাঠ - ২ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি
পাঠ - ৩ আলোচনা, প্যানেল আলোচনা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম
পাঠ - ৪ ভূমিকাভিনয়, আবিষ্ক্রিয়া ও সাক্ষাৎকার পদ্ধতি

পাঠ ১

পরীক্ষণ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ পরীক্ষণ পদ্ধতি বলতে কি বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- ❑ পরীক্ষণ পদ্ধতি কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❑ পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধাগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- ❑ পরীক্ষণ পদ্ধতির অসুবিধাগুলো উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- ❑ পরীক্ষণ পদ্ধতি কোন কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে উপযোগী তা বলতে পারবেন।

া পদ্ধতি ঃ কি ও কেন ?

পরীক্ষণ পদ্ধতি বলতে আমরা কি বুঝি ? এ পদ্ধতিতে আমরা প্রথমে সমস্যাটিকে দেখি। তারপর সমস্যার পেছনে কারণগুলো খতিয়ে দেখি। কারণগুলো খুঁজে বের করার পর এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করি এবং কারণগুলোর একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক নির্ণয় করি। সবশেষে সমস্যাটির সমাধান বা প্রতিকার বের করতে সচেষ্ট হই। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যায়।

স্যা ও সমাধান

ধরা যাক, দুটি সমস্যা হলো ঃ বায়ু কি পদার্থ ? বা রংধনু কেন হয় ? প্রথম সমস্যাটির সমাধান বের করতে হলে অর্থাৎ বায়ু পদার্থ কিনা -এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে শিক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষার মাধ্যমে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তাদের প র্বজ্ঞানের ভিত্তিতে তারা জানে যে, কোন কিছুকে আমরা তখনই পদার্থ বলি যখন সেটি জায়গা দখন করে এবং সেটির ওজন থাকে। ওজনই হচ্ছে কোন পদার্থের বিশিষ্ট ধর্ম। সুতরাং শিক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষার মাধ্যমে বাতাসের ওজন বের করতে হবে। পরীক্ষাটি সাজানোর ব্যাপারে শিক্ষক সাহায্য করতে পারেন। তারা একটি কাঠি দিয়ে দাঁড়িপাল্লার দাঁড়ি বানাতে পারে। দাঁড়ির দুই প্রান্তে মোটামুটি সমান ওজনের বাতাস ভরা দুইটি বেলুন ঝুলিয়ে দাঁড়িতে ভারসাম্য আনতে পারে। দাঁড়ির দুই দিকে ভারসাম্যা হলে সুঁচের বা পিনের সাহায্যে একটি বেলুন ছিদ্র করলে এর বাতাস বেরিয়ে যাবে। ফলে ফুটো বেলুনওয়ালা দাঁড়ির প্রান্ত উপরে উঠে যাবে এবং অন্য প্রান্ত ঝুলে পড়বে। এরূপ হবার কারণ বেলুনের ভিতরের বাতাসের ওজন। বেলুন না পাওয়া গেলে দুটো খালি কাগজের ঠোঙা দিয়েও এ পরীক্ষা তারা করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে ঠোঙা দুটোর খালি অবস্থায় দাঁড়ি ভারসাম্যে আসার পর একটি ঠোঙায় ফুঁ দিয়ে বাতাস ভরে দাঁড়ির এক প্রান্তে ঝুলিয়ে দিবে। তারপর ফলাফল পর্যবেক্ষণ করবে এবং সিদ্ধান্ত নেবে।

ল্যা ও সমাধান

দ্বিতীয় সমস্যাটি হচ্ছে ঃ রংধনু কেন হয় ? এর সাথে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে ঃ সূর্যের আলো কি সত্যি সাদা ? সাদা আলোর আসল রূপ কি ? এসব প্রশ্নের জবাব পেতে হলে শিক্ষার্থীদেরকে জানতে হবে সাদা আলোর বিচ্ছুরণ অর্থাৎ কোন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের ফলে সাদা আলোর সাতটি বর্ণের বিশ্লিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শিক্ষক তাদেরকে জানতে সাহায্য করতে পারেন। কিভাবে আলোর প্রতিসরণ হয়, বিভিন্ন বর্ণের আলোর বেগ একই মাধ্যম দিয়ে যাবার সময় তাদের বিভিন্ন ভাবে বেঁকে যাওয়া অর্থাৎ তাদের গতিপথ বিভিন্ন হওয়া। তিনি তাদেরকে রংধনু কি অবস্থায় হয়, বৃষ্টি হবার পরপরই আকাশে বৃষ্টি কণা ও জলীয় বাষ্প ভাসমান থাকা, সূর্যের আলো

দেখা যাওয়া, সূর্যের অবস্থান ও রংধনুর অবস্থান এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি সম্পর্কে বলতে পারেন। বৃষ্টির কণা আকাশে না থাকলে অন্য কিভাবে রংধনু বা বর্ণালী তৈরি করা যায় ? খেলার সময় ছেলে মেয়েরা সাবানের ফেনার বুদবুদ বাঁশের কঞ্চি বা পেঁপের ফাঁপা ডাল দিয়ে আকাশে ছুঁড়ে মারে। এরকম অবস্থায় কি ঘটে শিক্ষক তা শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করতে বলবেন। এর ফলে তারা সমস্যাটির কারণ ও তার সমাধান খুঁজে পাবে।

পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

পরীক্ষণ পদ্ধতিতে যে সমস্ত সুবিধা লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

- পরীক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই পরীক্ষা করা সম্পন্ন করে বলে সঠিক ফলাফল লাভের প্রত্যাশায় তারা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পরীক্ষা কাজ চালিয়ে থাকে। এ পদ্ধতিই হলো বিজ্ঞান সমস্যা সমাধান পদ্ধতি।
- পরীক্ষণ পদ্ধতিতে সঠিক ফলাফল পেতে হলে শিক্ষার্থীর প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সজাগ রাখতে হয়, মনকেও সচেতন রাখতে হয় যাতে লব্ধ ফলাফলে কোন ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিতে না পারে।
- পরীক্ষণ পদ্ধতিতে কাংক্ষিত ফলাফল লাভ করার ফলে নতুন নতুন পরীক্ষণের কৃতকার্যতার জন্য শিক্ষার্থীর মনে কৌতূহলের উদ্রেক হয় এবং তাদের কৌতূহলপ্রিয় মন পরবর্তী পরীক্ষণের ফলাফল জানার জন্য উন্মুখ থাকে।
- পরীক্ষণ পদ্ধতিতে শিখন স্থায়ী হয়। কারণ শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা পায়। এটি হচ্ছে কাজ করার মাধ্যমে শেখা বা Learning by doing।
- এ পদ্ধতিতে শিখন কেতাবী নয় ব্যবহারিক।
- এ পদ্ধতিতে অনেকগুলো দক্ষতা অর্জনের সুযোগ রয়েছে, যেমন-পর্যবেক্ষণ করা, পর্যবেক্ষণের ফলাফল তথ্য লিপিবদ্ধ করা, এসব তথ্য বিন্যাস করা, তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে আসা, পরীক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি সাজানো ইত্যাদি।

পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করার সময় শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন -

- শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র । কাজেই একই বিষয়ে সকলের অনুরাগ বা অভিরুচি নাও থাকতে পারে। এজন্যে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই পরীক্ষণের বিষয় নির্ধারণ করলে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কেউ হয়তো কীট-পতঙ্গ, পোকামাকড়, কেউ ফলমূল, কেউ হয়তো পদার্থ বিদ্যা বা রসায়ন বিষয় নিয়ে পরীক্ষণ চালাতে আগ্রহী হতে পারে। সুতরাং বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ বা আকর্ষণের মূল্য দেওয়া আবশ্যক।
- পরীক্ষণ পদ্ধতিতে যথার্থ ফলাফল লাভ করতে হলে শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, পারগতা, অনুরাগ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে পরীক্ষণের বিষয় নির্ধারণ করা আবশ্যক।

পরীক্ষণ পদ্ধতি অসুবিধাসমূহ

উল্লিখিত সুবিধাদি থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষণ পদ্ধতি নিম্নলিখিত অসুবিধাসমূহ থেকে মুক্ত নয় ঃ

- বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে পরীক্ষণ পদ্ধতি পরিচালনা করার উপযোগী যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অপ্রতুলতা হেতু এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান অসুবিধাজনক। তবে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য ও সস্তা উপকরণ ব্যবহার করে এবং যন্ত্রপাতি Improvise করেও স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞানের অধিকাংশ পরীক্ষণ চালানো সম্ভব। শিক্ষক আগ্রহী হলে এবং শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করতে পারলে ভালো ফল আশা করা যায়।
- পরীক্ষণ পদ্ধতিতে সঠিক ফলাফল পেতে অনেক অর্থ, সময়, শ্রম ও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়, এসবের অনুপস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের মনে বিরূপ মনোভাবে সৃষ্টি হতে পারে।

- শিক্ষার্থীদের বয়স, অভিরুচি, পারগতা ও অনুরাগের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষণের বিষয় নির্ধারণ আবশ্যক। অথচ যথোপযুক্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বিবেচনা শক্তির অভাবের দরুন শিক্ষক মহোদয়গণ বিষয়ভিত্তিক সমস্যা নির্ধারণের সময় অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন না। ফলে পরীক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষার্থী উপকৃত হয়ে থাকে।
- এ পদ্ধতি অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে উপযোগী নয়।
- এ পদ্ধতিতে পঠন-পাঠন পরিচালনে যথেষ্ট সময় লাগে এবং অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত কম হয়।
- ঐন্ত্রপাতি ও পরীক্ষণে ব্যবহৃত মাল-মসলা ও উপকরণাদি নষ্ট হতে পারে।

পরীক্ষণ পদ্ধতি পরিচালনার উপযোগী বিষয়সমূহ

পদ্ধতি পরিচালনায় যোগী বিষয়সমূহ

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন প্রকৃতি পাঠ, সাধারণ বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র , কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতি অত্যন্ত সার্থকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত ভূগোল, মনোবিজ্ঞান, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়েও পরীক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়া অন্যান্য বিষয়, যেমন-ভাষা, ইতিহাস, পৌরনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার তেমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন ঃ

১. কোন্ বক্তব্যটি সঠিক ?
   ক. পরীক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে
   খ. পরীক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা মুখ্য
   গ. পরীক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর স্থায়ী শিক্ষণের সুযোগ কম
   ঘ. পরীক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কাজ করতে হয়

২. পরীক্ষণ পদ্ধতিতে শিখন শেখানোর কাজে শিক্ষার্থীদের মনোযোগের কারণ কোনটি ?
   ক. শিক্ষকের সক্রিয় ভূমিকা খ. পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ
   গ. পরীক্ষাগারে কাজ করার সুযোগ ঘ. স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ

৩. পরীক্ষণ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফলাফল শিক্ষার্থীদের মনে স্থায়ী হওয়ার কারণ কোন্‌টি ?
   ক. শিক্ষকের শাসনের ভয় ও বার বার স্মরণ করানো
   খ. পরীক্ষাগারের আকর্ষণীয় যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষার ধারাবাহিকতা
   গ. ফল পেতে শিক্ষার্থীর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মন সক্রিয় থাকে
   ঘ. বৈজ্ঞানিক পন্থায় সমস্যা সমাধান ও আবিষ্কারের আনন্দ

৪. উন্নয়নশীল দেশে পরীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগে বাধা কোনটি ?
   ক. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব
   খ. প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও পরীক্ষাগারের অভাব

গ. শিক্ষকের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সময়ের অভাব
ঘ. শ্রেণীতে শিক্ষার্থী সংখ্যার আধিক্য

সংক্ষিপ্ত উত্তর-মূলক প্রশ্ন

1. পরীক্ষণ পদ্ধতি কি ও কেন ? আলোচনা করুন।
2. পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করুন।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি বলতে কি বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- ❑ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❑ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সুবিধাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ❑ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগের অন্তরায় কি কি তা চিহ্নিত করতে পারবেন এবং
- ❑ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি কোন কোন বিষয়ে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব তা বলতে পারবেন।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি কি ও কেন ?

সহজ করে বলতে গেলে, প্রশ্ন করে এবং প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যখন কোন বিষয় আমরা জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করি তখনইতা প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকৃত অর্থে এ পদ্ধতিতে কোন পাঠকে কেন্দ্র করে কতকগুলো ছোট ছোট প্রশ্নের সাহায্যে মূল বক্তব্যকে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা হয়, এবং শিক্ষার্থীরা সে সব প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মূল বক্তব্য অনুধাবন যখন করতে তৎপর হয় তাকে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি বলে। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে একই প্রশ্ন বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করা হয়। কোন প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীর জানা না থাকলে শিক্ষক নিজে সে প্রশ্নের উত্তর দেন, পরে শিক্ষার্থীদের দিয়ে সঠিক উত্তরের পুনরাবৃত্তি করিয়ে নেন। এভাবে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তরের পুনরাবৃত্তি শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ায় (Learning process) বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, মূল বক্তব্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার সুযোগ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয় পক্ষেরই কম থাকে। তবে এই পদ্ধতির সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে শিক্ষকের প্রশ্ন করার দক্ষতা ও কৌশলের উপর। দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি পরিচালনা করতে পারলে পাঠদানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে।

শ্রেণী পাঠদান ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা প্রায় সমান। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই এই পদ্ধতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। এই কারণে শ্রেণী পাঠনায় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিকে একটি উন্নততর পদ্ধতি বলে অভিহিত করা চলে। এই পদ্ধতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি, পাঠের পূর্ব পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুতি, সংগ্রহ ও প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। আধুনিক যুগে, পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় ধরনের দেশে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে। আমাদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলোর অনুশীলনী পাঠদানের সময় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রসিদ্ধ জার্মান শিক্ষাবিদ জন ফ্রেডারিক হার্বার্ট যে পঞ্চ-সোপান এবং তার অনুগামী শিক্ষাবিদগণ পরবর্তী সময়ে তিন সোপান বিশিষ্ট পাঠ পরিকল্পনার কথা বলেছেন তাও

সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রশ্নোত্তর ছাড়া পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা কিংবা পাঠটীকা প্রস্তুত করার কথা চিন্তা করা যায়

না। সুতরাং প্রশিক্ষণের সময় অনুশীলন পাঠদান বা ব্যবহারিক পাঠদানে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় অন্যান্য সময়ে শিক্ষক শিক্ষিকাগণ নিজ নিজ বিদ্যালয়ে একই পদ্ধতি শ্রেণী পাঠনায় অনুসরণ করবেন, এটাই স্বাভাবিক এবং অভিপ্রেত।

পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ লক্ষ্য করা যায় ঃ

- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে দৈনন্দিন পাঠে সুষ্ঠু উপস্থাপনের জন্য কোন অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন না হওয়াতে উন্নয়নশীল দেশে এই পদ্ধতিতে প্রয়োগে অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয় না। দামী শিক্ষোপকরণ ছাড়া এই পদ্ধতি শ্রেণীকক্ষে প্রাণের সঞ্চার করতে পারে।

ক্ষক-শিক্ষার্থীর
স্পরিক বিনিময়

- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে মনের ভাব আদান-প্রদানের সুযোগ পেয়ে থাকে। পাঠ্যবিষয়ের যে অংশ শিক্ষার্থীদের কাছে জটিল বলে মনে হয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তারা শিক্ষকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সঠিক ব্যাখ্যা জেনে নিতে পারে। শিক্ষক ও প্রশ্নের সহায়তার শিক্ষার্থীদের পারগতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। প্রশ্নোত্তরের পুনরাবৃত্তির সহায়তায় পাঠের মূল বক্তব্য অনুধাবনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোযোগী কিনা বা তারা অনুসরণ করছে কিনা তাও শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক নীতি
অনুসরণ

- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রকৃষ্ট শিক্ষণ পদ্ধতির কয়েকটি নীতি যেমন ঃ (১) মূর্ত থেকে অমূর্ত (২) সহজ থেকে জটিল (৩) জানা থেকে অজানা (৪) নির্দিষ্ট থেকে অনির্দিষ্ট (৫) বিশেষ থেকে সাধারণ (৬) সমগ্র থেকে অংশ ইত্যাদি অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করতে পারেন।

া পদ্ধতির বিকল্প

- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক-শিক্ষিকা পাঠ সহায়ক শ্রবণ-দর্শন মূলক উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন। অনুষঙ্গিক উপকরণ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মান আরও উন্নত করতে পারে। ফলে শ্রেণী পাঠনায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেতে পারে। শ্রেণী পাঠনার ক্ষেত্রে সনাতন বক্তৃতাদান পদ্ধতির সহজ বিকল্প হলো প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি।

- শ্রেণীতে ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা অত্যন্ত বেশি না হলে (৫০ এর বেশি) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি বাস্তবায়নে খুব একটি সমস্যা সৃষ্টি হয় না। তবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক শতের অধিক হলে প্রশ্ন উত্তর পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগে অসুবিধা

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির উল্লিখিত সুবিধাসমূহ থাকা সত্ত্বেও এই পদ্ধতি প্রয়োগের কিছু অন্তরায়ও রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

খল উপস্থাপন

- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগে প্রশ্নমালা উপস্থাপনে ধারাবাহিকতা যথার্থভাবে রক্ষিত না হলে উক্ত পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। কারণ বিষয়বস্তুর এলোমেলো উপস্থাপন শিক্ষার্থীর মনে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে।

সঙ্গ বিচ্যুতি

- প্রশ্ন সংগঠন ও উপস্থাপনে সূক্ষ চিন্তার অভাব দেখা দিলে মূল বিষয়বস্তু থেকে দূরে সরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে এবং মূল প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অনেক অবান্তর বিষয়ের অবতারণায়

অনেক সময় নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে শিক্ষকের আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল বিষয়বস্তুর উপস্থাপন সম্ভব নাও হতে পারে।

- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে উপস্থাপিত প্রশ্নাবলী শিক্ষার্থীদের পারগতার স্তর উপযোগী না হলে তা থেকে সুফল আশা করা যায় না। প্রশ্ন খুব সহজ প্রকৃতির হলে শিশুরা পাঠে আকর্ষণ অনুভব করবে না। আবার প্রশ্ন খুব জটিল হলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না।
- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষাগত ও প্রশিক্ষণগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট মানের প্রশ্ন তৈরি এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে কোন ধরনের প্রশ্নের মোকাবেলা করার সামর্থ্য সব শিক্ষক-শিক্ষিকার থাকে না সর্বোপরি শিক্ষক-শিক্ষিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ব প্রস্তুতি যথার্থ না হলে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে সাফল্য অর্জন সম্ভবপর নয়।

শিক্ষকের ইস্পিত যোগ্যতার অভাব

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগের উপযোগিতা

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি যে কোন বিষয়ের পাঠদানে সার্থকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। নানা দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বহুদিন যাবৎ আমাদের দেশে সনাতন বক্তৃতাদান পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে আসছে। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, বক্তৃতাদান পদ্ধতি নানা কারণে আধুনিক যুগে অনুসরণ করা হয় না। বক্তৃতাদান পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি সার্থকভাবে ব্যবহার করা যায়। মাতৃভাষা অথবা বিদেশী ভাষা থেকে শুরু করে ইতিহাস, পৌরনীতি, অর্থনীতি, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন

বক্তৃতা পদ্ধতির বিকল্প

শাস্ত্র , জীববিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, প্রভৃতির যে কোন বিষয়ের পাঠদানে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে, তবে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে পাঠ সহায়ক শ্রবণ দর্শনমূলক উপকরণের উদ্ভাবন, প্রস্তুত, সংগ্রহ ও প্রয়োগ এবং বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মানোন্নয়নে বিশেষভাবে সহায়তা করতে পারে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা সমানভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের নিষ্ক্রিয়তা যেমন পদ্ধতির বাস্তবায়নে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে, অপর পক্ষে শিক্ষার্থীর নিষ্ক্রিয়তাও এই পদ্ধতির বাস্তবায়নে বিরাট বাধার সৃষ্টি করতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদান পদ্ধতি নামে আখ্যায়িত করা চলে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পাঠদান পদ্ধতি

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগের নীতিমালা

- শিক্ষক-শিক্ষিকা আলোচনার বিষয়বস্তু খুব ভালো মত অনুধাবন করে প্রশ্ন তৈরি করবেন;
- পাঠ্য বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে হবে;
- সমগ্র পাঠ থেকে প্রশ্ন করতে হবে;
- প্রশ্নের ভাষা স্পষ্ট, সহজ ও দ্ব্যর্থতামুক্ত হতে হবে;
- পাঠের উদ্দেশ্যের প্রতি খেয়াল রেখে প্রশ্ন করতে হবে;
- এমন প্রশ্ন করতে হবে যার জবাব শুধু হাঁ বা না বোধক হবে না;
- সমগ্র শ্রেণীর দিকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করতে হবে;

- প্রশ্নাবলী শিক্ষার্থীর বয়স, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, পঠিত বিষয়ের জ্ঞান ও অনুধাবন ক্ষমতার সাথে সমঞ্জস্য পূর্ণ হবে;
- প্রশ্ন শিক্ষার্থীকে চিন্তার খোরাক ও বুদ্ধি চর্চার সুযোগ দিবে;
- প্রশ্নাবলীর মধ্যে পারস্পর্য ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে যেন সবগুলো প্রশ্নের জবাব একত্র করলে সম্পূর্ণ পাঠনীয় বিষয়টির মূলভাব ফুঠে উঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন ঃ

১. কোন্ বক্তব্যটি সঠিক ?

ক. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকাই প্রধান
খ. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ভূমিকাই প্রধান
গ. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ভূমিকা গৌণ
ঘ. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা সমান

২. নিচের কোনটি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগের অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত ?

ক. উপস্থাপিত প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ, স্তর উপযোগী সহজকরণ এবং বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট করণে শিক্ষকের ব্যর্থতা
খ. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে পাঠ সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ না থাকা
গ. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির দরজা অর্গলমুক্ত করা যায় না
ঘ. এই পদ্ধতিতে বিশেষ কোন একটি বিষয় মাত্র পাঠদান করা যায়

৩. কোন বক্তব্যটি সঠিক ?

ক. শিক্ষক প্রথমে উচ্চ মেধসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন
খ. প্রথমে নিম্ন মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন
গ. প্রথম গড় মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন
ঘ. প্রথমে যে কোন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করা যেতে পারে

সংক্ষিপ্ত উত্তর-মূলক প্রশ্ন

1. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির উপযোগিতা বর্ণনা করুন।
2. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি কিভাবে বক্তৃতা পদ্ধতির ত্রুটি নিরসণ করতে পারে ?

আলোচনা, প্যানেল আলোচনা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়া

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ আলোচনা পদ্ধতির সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- ❑ প্যানেল আলোচনা পদ্ধতির ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❑ আলোচনা ও প্যানেল আলোচনা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন;
- ❑ সেমিনার পদ্ধতির প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- ❑ সিম্পোজিয়া পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❑ পাঠদান পদ্ধতিগুলোর সুবিধাসমূহ সনাক্ত করতে পারবেন এবং
- ❑ পাঠদান পদ্ধতিগুলো প্রয়োগের উপযোগিতা যাচাই করতে পারবেন।

আলোচনা পদ্ধতি

আলোচনা পদ্ধতি ঃ কি ও কেন ?

কোন একটি সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কয়েকজনের চিন্তা ও মত বিনিময়কেই বলা হয় আলোচনা বা Discussion। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অর্থাৎ কোন একটি সমস্যার সমাধান বের করার উদ্দেশ্যে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মত বিনিময় করবে, তথ্য সংগ্রহ করবে, এটির স্বরূপ ও পরিধি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করবে এবং এর পিছনে কি কারণ তা সনাক্ত করবে। সবদিক বিবেচনার পর সমস্যার সম্ভাব্য

উদ্দেশ্যমুখীনতা ও সমস্যার সমাধান

সমাধান সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসবে। শিক্ষার্থীরা মুখোমুখি বসে স্বাধীনভাবে আলোচনা করলেও সমস্ আলোচনা শিক্ষক-শিক্ষিকা বা দলনেতা কর্তৃক পরিচালিত হবে।

যে পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠ্য বিষয়বস্তুর মূল বক্তব্য শিক্ষার্থীরা নিজেরা একে অপরের সাথে আলাপ-আলোচনা করে আয়ত্ত করতে পারে এবং তা আয়ত্ত করতে কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলে তারা বিষয় শিক্ষকের পরামর্শ ও তাঁর সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সঠিক সমাধান খুঁজে পায়, তাকে আলোচনা পদ্ধতি নাম অভিহিত করা হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়। আলোচনা পদ্ধতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের নিমিত্ত শিক্ষার্থীরা আলোচনা অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে পাঠ সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে নিজেরাই বইপুস্তক সংগ্রহ করে কিম্বা বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন করে পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জেনে নিতে তৎপর হতে পারে।

ঈারস্পারিক চিন্তা ও মত বিনিময়

এখানে শিক্ষক-শিক্ষিকা পাঠ্য বিষয় সংশি-ষ্ট সহায়ক গ্রন্থাবলীর তালিকা সরবরাহ করতে পারেন। পাঠ্য বিষয়টি দীর্ঘ হলে শিক্ষক পাঠ্য বিষয়টি বিভিন্ন অংশে চিহ্নিত করে পাঠটিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করবেন। শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে পাঠটির একটি বা দুটি অংশ এক দলকে দিবেন। বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীরা যখন আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাদের নিজেদের চিন্তা ভাবনা, ধ্যান ধারণা ইত্যাদির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা দিতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়োজনবোধে এই মত

পার্থক্যের অবসান ঘটিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করবেন। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করলে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব অভিমত গঠনের সুযোগ হয় এবং স্বচেষ্টায় জ্ঞান অর্জন করার ফলে লব্ধজ্ঞান অভিজ্ঞতায় পরিণত হয় এবং সেই অভিজ্ঞতা তাদের

মনে দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং তাদের স্মৃতিপটে তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত উজ্জ্বল থাকে।

এই পদ্ধতিতে জ্ঞান অর্জন করলে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার জন্য শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভরশীল হতে হয় না। বিষয়বস্তু খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে না পারলে আলোচনায় অংশগ্রহণ করাও সম্ভবপর নয়। সুতরাং আলোচনা পদ্ধতি একটি উন্নতমানের শিখন পক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা নগণ্য, শিক্ষার্থীদের ভূমিকাই প্রধান। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক কেবলমাত্র পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাদের আলোচনায় উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের আলোচনার ধারা পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনবোধে কোন সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন। শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বাধীনতা, সক্রিয়তা, সৃজনশীলতা, অন্তর্জাত শৃংখলা ইত্যাদি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে শিক্ষার্থীরা অনুশীলন করার সুযোগ পায়।

র্থীর ভূমিকা মুখ্য

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষক নিজে প্রশ্নকারীর ভূমিকায় থাকার দরুণ শিক্ষকের নিজস্ব চিন্তা াভাবনা প্রাধান্য পাওয়ার সুযোগ থাকে। অপরপক্ষে আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার ফলে তাদের চিন্তাভাবনার প্রতিফলনই সেখানে লক্ষ্য করা যায়। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির তুলনায় আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা শিক্ষকের চেয়ে বেশি এবং শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষে এই পদ্ধতির প্রাধান্য অনস্বীকার্য। অন্তর্জাত শৃংখলা রক্ষাও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতির মাধ্যমে অধিক ফলপ্রস । কারণ আলোচনা পদ্ধতিতে শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের উপরই বর্তায় বলে শিক্ষকের সরাসরি এই দায়িত্ব পালনের জন্য মাথা ঘামাতে হয় না।

ন্তর্জাত শৃংখল

া পদ্ধতি ঃ বাস্তবায়নে অন্তরায়সমূহ

আলোচনা পদ্ধতি একটি উন্নতমানের পদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও এই পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন বেশ কঠিন। (১) বর্তমানে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট দৈনন্দিন শ্রেণী পাঠনার কার্যতালিকায় অন্তর্গত ৩০-৪৫ মিনিট সময়ের মধ্যে আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠদান সম্ভবপর নয়। (২) আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠদানের জন্য যে ধরনের উন্নত মানসম্পন্ন গ্রন্থাগারের প্রয়োজন তা আমাদের দেশের অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নেই। (৩) নিু মাধ্যমিক পর্যায়ে অপরিপক্ক শিক্ষার্থীদের জন্য এই পদ্ধতি বেশ অসুবিধাজনক। (৪) এই পদ্ধতি উন্নত মেধার স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য হলেও মাঝারি ও নিম্ন মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ ফলপ্রস হয় না। (৫) স্বশিক্ষিত হওয়ার প্রবণতা ও মানসিকতা অনেক শিক্ষার্থীর না থাকার দরুন অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মধ্যেই এই পদ্ধতিতে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে। (৬) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্য সব বিষয়ের পাঠদানে (বিশেষ করে পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র , গণিত ইত্যাদিতে) এই পদ্ধতি খুব একটা সুফল দিতে পারে না।

প্যানেল আলোচনা পদ্ধতি

ইংরেজি 'চধহবষ' শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন উদ্দেশ্যে মনোনীত একদল লোক (A group of persons chosen for some purpose) । সুতরাং প্যানেল আলোচনা পদ্ধতি বলতে একটি সুসংগঠিত ও মনোনীত শিক্ষার্থীদলের একটি বিশেষ বিষয়ের অন্তর্গত এক বা একাধিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করাকে বোঝায়। প্যানেল আলোচনা পদ্ধতি সাধারণ আলোচনা পদ্ধতির একটি বিশিষ্ট রূপ। এই আলোচনায় শ্রেণীকক্ষের সমগ্র শিক্ষার্থীর মধ্যে থেকে কয়েক জনকে আগে থেকে মনোনয়ন দান করে প্যানেল তৈরি করা হয়। আলোচ্য বিষয়টিই সেই প্যানেলভুক্ত শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করে এবং প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে তা শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীদের সামনে এসে উঁচু প্লাটফরমে বসে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা চালায়। প্যানেলে সাধারণত চার থেকে আট জন প্রতিনিধি রাখা হয়। শিক্ষক সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থেকে

না পদ্ধতির একটি বিশিষ্ট রূপ

প্রতিনিধিদের আলোচনা পরিচালনা করেন। সভাপতি প্রথমেই আলোচ্য বিষয়টি শ্রেণীকক্ষে সবার সম্মুখে তুলে ধরেন এবং আলোচনার শুরুতে প্রতিনিধিদের স্ব-স্ব ভূমিকা ব্যাখ্যা করে দেন। বিভিন্ন জনের আলোচনার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের দায়িত্বও সভাপতি পালন করে থাকেন। তবে প্যানেলের বক্তারা যখন তাদের বক্তব্য পেশ করবে তখন তা বক্তৃতার আকারে দাঁড়িয়ে বলবে না, নিজ নিজ জায়গায় বসে কথোপকথনের ভঙ্গিতে আলোচনা করবে।

সাধারণ আলোচনা পদ্ধতির যে সব গুণাগুণ রয়েছে বা ঐ পদ্ধতি অনুসরণে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, প্যানেল আলোচনা পদ্ধতিতেও একই ধরনের সুবিধা বা গুণাবলী বিদ্যমান। এই পদ্ধতি অনুসরণে ও সাধারণ আলোচনা পদ্ধতির অনুরূপ অন্তরায়সমূহ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং প্যানেল আলোচনা পদ্ধতির গুণাবলী বা দোষত্রুটি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন নেই। আগের পাঠে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

সেমিনার

ইংরেজি 'Seminar' শব্দের আভিধানিক অর্থ আলোচনা ও গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছোট ক্লাস। সুতরাং সেমিনার আলোচনা পদ্ধতি সাধারণত বয়স্ক ও পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের জন্যই অধিকতর উপযোগী। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীরাই প্রধানত সেমিনার জাতীয় আলোচনা করে থাকে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতেও সেমিনার আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। সেমিনারের অন্তর্ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ দায়িত্বেই সমস্যা সমাধানের পন্থা উদ্ভাবনে লেগে যায় এবং গ্রন্থাগারে গিয়ে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাদি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে তাদের বক্তব্য বিষয়টিকে তথ্যাশ্রয়ী করে তোলে। এই কাজ তারা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় একক ও স্বতন্ত্রভাবে করতে পারে আবার ২/৫ জনের ছোট দল গঠন করেও করতে পারে। কিছুদিন তথ্যাদি সংগ্রহের পর নির্ধারিত দিনে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় বা

উচ্চতর শ্রেণীতে প্রয়োগের উপযোগী

সেমিনারে পূর্বে সংগৃহীত তথ্যের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করা হয় এবং তার ম ল্যায়ন করা হয়।

সেমিনার আলোচনা স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতা বাড়ায় এবং স্বয়ংশিক্ষা অর্জন করবার অনুপ্রেরণা যোগায়।

পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে শিক্ষার্থীদের এই পদ্ধতি অনুসরণ করার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রয়েছে। তবে আমাদের দেশের মত উন্নয়নশীল দেশে সেমিনার পদ্ধতি অনুসরণের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

অন্তরায়সমূহ

আমাদের দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে উন্নত মানসম্পন্ন গ্রন্থাগারের একান্ত অভাব, নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি ও মানসিক পরিপক্কতা সেমিনার আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণের উপযোগী নয়। তা ছাড়া আমাদের দেশে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী দৈনিক ক্লাশ রুটিন অনুসরণ করে শ্রেণী পাঠনার বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে সেমিনার পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে না। সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের জন্য সেমিনার পদ্ধতি অনুসৃত হতে পারে। তবে শ্রেণী পাঠনায়ও এ পদ্ধতি মাঝে মাঝে ব্যবহার করা যায়।

সিম্পোজিয়াম

ইংরেজি 'Symposium' শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন এক প্রসঙ্গের উপর বিভিন্ন মতের সংগ্রহ। সিম্পোজিয়া শব্দটি সিম্পোজিয়াম শব্দেরই বহুবচনের রূপ। যার অর্থ দাঁড়ায় একাধিক প্রসঙ্গের উপর বিভিন্ন মতের সংগ্রহ। এটিও এক প্রকার দলগত আলোচনা, তবে পরিচালনার দিক থেকে এর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সিম্পোজিয়া আলোচনা পদ্ধতিতে দুই বা ততোধিক শিক্ষার্থী আলোচ্য বিষয় বা সমস্যার উপর আগেই প্রবন্ধ রচনা করে নিয়ে আসে অথবা বক্তব্য বিষয় স্থির করে এসে বক্তৃতা দেয়। শ্রোতামন্ডলীর মধ্য থেকে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য বিষয়টির উপর নতুন তথ্য

পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা ও উপস্থাপন

পরিবেশন করে। এই ভাবে কয়েকটি বক্তৃতার মাধ্যমে বিষয়গুলো ভালভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়। বক্তারা পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে আসে বলে আলোচনাটি বেশ সুসংহত রূপ লাভ করে। বিভিন্ন বক্তা সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে থাকে; ফলে আলোচ্য বিষয়ের সমাধান পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

বিচালন পদ্ধতি

এই সিম্পোজিয়ার কাজ পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে একজন সভাপতি নিয়োজিত থাকেন। তিনি শিক্ষকই হয়ে থাকেন, তবে প্রয়োজনবোধে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকেও সভাপতি নির্বাচন করা যেতে পারে। বক্তৃতা শেষে সভাপতি মূল বক্তব্যগুলোর একটি সংক্ষিপ্তসার প্রদান করেন। এটি প্রতিবেদনের আকারে সংরক্ষণ করা হয়।

এই পদ্ধতিও শ্রেণী পাঠনাক্ষেত্রে আমাদের দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ নয়। তবে সেমিনার পদ্ধতির মতো সিম্পোজিয়া পদ্ধতিও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অধীনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে এবং শ্রেণী পাঠনায়ও পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন ঃ

১. নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক?
   ক. গণিতের অধিকাংশ পাঠদানে আলোচনা পদ্ধতির উপযোগী
   খ. প্যানেল আলোচনায় সাধারণত ৪ থেকে ৮ জন প্রতিনিধি মনোনীত হয়
   গ. নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে সেমিনার পদ্ধতি সার্থকভাবে অনুসৃত হতে পারে
   ঘ. সিম্পোজিয়া পদ্ধতিতে একই অধিবেশনে যত জন উচ্ছা শিক্ষার্থী আলোচ্য বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে পারে

২. নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক ?
   ক. আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়
   খ. আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভরশীল হতে হয়
   গ. আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা প্রধান
   ঘ. আলোচনা পদ্ধতি গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠদানে ফলপ্রস অবদান রাখতে পারে

৩. নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক ?
   ক. প্যানেল পদ্ধতিতে শ্রেণীর সব ছেলেমেয়েরাই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে
   খ. প্যানেল আলোচনায় বক্তারা বক্তৃতার আকারে তাদের বক্তব্য পেশ করে
   গ. আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিদ্বয় মূলত একই
   ঘ. সেমিনারের অন্তর্ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ দায়িত্বেই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে নেয়

৪. নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক?
   ক. নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে সেমিনার পদ্ধতি সার্থকভাবে অনুসৃত হতে পারে
   খ. সাধারণ আলোচনা ও প্যানেল আলোচনা পদ্ধতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই
   গ. সিম্পোজিয়া পদ্ধতিতে দুই বা ততোধিক শিক্ষার্থী আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রবন্ধ রচনা করার পর সিম্পোজিয়ামে অংশ নেয়
   ঘ. আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শ্রেণী পাঠনায় সেমিনার পদ্ধতি ফলপ্রস ভাবে ব্যবহার করা সহজ

সংক্ষিপ্ত উত্তর-মূলক প্রশ্ন

1. 'আলোচনা' কিভাবে অনুষ্ঠিত হয় ? আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কি ?
2. 'আলোচনা' ও 'প্যানেল' আলোচনার মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করুন।
3. সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন। এ দুটি পদ্ধতির ব্যবহারিক উপযোগিতা কি ?

ভূমিকাভিনয়, আবিষ্ক্রিয়া ও সাক্ষাৎকার পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ভূমিকাভিনয় কাকে বলে তা বলতে পারবেন;
- পাঠদান পদ্ধতি হিসেবে ভূমিকাভিনয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কোন্ কোন্ বিষয়ের পাঠদানে ভূমিকাভিনয় ফলপ্রস তা বলতে পারবেন;
- আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতির সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি কিভাবে কার্যকর করতে হয় তা বলতে পারবেন;
- সাক্ষাৎকার কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পাঠদান পদ্ধতি হিসেবে সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব কতটুকু তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কিভাবে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি বাস্তবায়ন সম্ভব তা বলতে পারবেন এবং
- যে সব বিষয়ের পাঠদানে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসৃত হতে পারে সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করতে পারবেন।

ভূমিকাভিনয় (Role Play) পদ্ধতি

পাঠ্যবিষয়কে নাটক আকারে রূপান্তরিত করে অভিনয়ের মাধ্যমে পড়াশোনার ব্যবস্থা প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। শ্রেণীকক্ষের পঠনপাঠনার একঘেঁয়েমি দূর করার উদ্দেশ্যেই এটি করা হতো। স্বতন্ত্র পাঠদান পদ্ধতি হিসেবে ভূমিকাভিনয়ের মূল্য স্বীকৃত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে।

স্বতঃস্ফূর্ততা

ছোট শিশুরা অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়। শিশুরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগে থেকেই মা-বাবা, ভাই-বোন, ইত্যাদি আপনজনের কাজের অনুকরণ করে প্রচুর আনন্দ পায়। তারা পুতুল নিয়ে খেলা করতে, পুতুলের বিয়ে দিতে, রান্না-বান্না করতে, দোকানী, চাষী, কামার সেজে বড়দের অনুকরণ করতে অভ্যস্ত হয়। এসব কাজ করতে কোন সময়ই তাদেরকে আদেশ উপদেশ বা নির্দেশ দিতে হয় না। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তারা এসব করে থাকে।

শিক্ষার্থীর আনন্দ

শিশুদের এই স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহকে শিখন শেখানোর কাজে প্রয়োগ করতে পারলে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে মনে করেই, বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদগণ ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা চিন্তা করেছেন। এ ছাড়া শিশুরা স্বভাবতই নাটক শুনতে ও দেখতে ভালোবাসে, নাটক করতে আরো বেশি ভালবাসে। সুতরাং শিক্ষণীয় বিষয়কে নাটক আকারে রূপান্তরিত করে শিক্ষার্থীদের দিয়ে অভিনয় করালে তাতে আশাপ্রদ সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব কথা ভেবেই ভূমিকাভিনয়কে আধুনিক যুগে স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করতে শিক্ষাবিদরা একমত হয়েছেন।

অভিনয় কল্পিত বিষয় এবং অতীত ঘটনাকে বাস্তবের মতো প্রত্যক্ষগোচর করে তোলে। ফলে অতীত ও অসম্ভব ঘটনা দর্শকের কাছে অতি সহজে প্রতিভাত হয় এবং তা থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভবপর হয়। Yoakam & Simoson -এর ভাষায়ঃ "Dramatization reproduces more nearly the reality of life than the cold characters of the printed page. Because of its concrete appeal to the sense of right particularly

as well as to the sense of hearing and because of the bodily action involved dramatization makes a special appeal to children."

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির আর একটি সুবিধা হলো নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভাল রকম জ্ঞান হলেই অভিনয়ে বিভিন্ন চরিত্রে রূপ বা হাবভাব ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। সুতরাং শিক্ষার্থীরা যখন কোন বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করে ও অভিনয় করে অথবা ঐ বিষয়ের উপর রচিত নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে তখন সেই বিষয়বস্তুর উপর তাদের সম্পূর্ণ অধিকার জন্মায়।

স্তুর ওপর অধিকার

সাহিত্য ও ইতিহাসের বিষয়বস্তু অভিনয়ের মাধ্যমে অত্যন্ত সার্থকভাবে শেখানো যায়। তাছাড়া অন্যান্য বিষয়ও অভিনয়োপযোগী নাটক আকারে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে ফল ভালোই হয়।

সাধারণ পাঠের সময় এই পদ্ধতি অনুসরণ করে রঙ্গমঞ্চ, পোশাক-পরিচ্ছেদ, দৃশ্যপট ইত্যাদি সংগ্রহ না করলেও চলে। তবে অভিনয়ের মাধ্যমে বিশেষ পাঠের ব্যবস্থা করতে হলে অভিনয়কেও সম্পূর্ণ রূপ দিতে হবে।

আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি (Discovery or Heuristic Method)

অধ্যাপক আর্মস্ট্রং বিজ্ঞানের শিখন শেখানোর জন্যই আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতির (Heuristic Method) উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজেই হবে আবিষ্কারক। সে হবে কলম্বাস। আমেরিকা আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে হবে তার পূর্ণ জ্ঞান সঞ্চয়। এই পদ্ধতিতে পাঠদানের উদ্দেশ্য হলো বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল বা ব্যাকরণের মত বিষয়ের শুধু তথ্য ও তত্ত্বগত জ্ঞান দেওয়া হয়। উপরন্তু সেই তথ্যগুলো কিভাবে সংগৃহীত হয়েছে এবং এগুলো হতে কেমন তত্ত্বের সৃষ্টি হলো, কিভাবে সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করা যায় ইত্যাদি সম্বন্ধে কৌতূহল সৃষ্টি করা। এই পদ্ধতিতে পাঠ গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীর মন হবে অনুসন্ধিৎসু, সমালোচক, সৃষ্টিশীল ও সহানুভূতিশীল।

র্থীর কৌতূহল

এই পদ্ধতির মূল সূত্র হলো আরোহ পদ্ধতি। বই থেকে হোক, শিক্ষকের কাছ থেকে হোক, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই হোক, শিক্ষার্থীকেই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তথ্য সংগ্রহ করার স্বাধীনতা দিতে হবে। সুতরাং এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তা বলাই বাহুল্য।

হী পদ্ধতি নির্ভর

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগের অর্থ এ নয় যে, শিক্ষার্থীকে কিছুই বলা হবে না। সবই সে খুঁজে বের করবে কিংবা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একজন গবেষক বা বৈজ্ঞানিক করে তুলতে হবে তাও নয়। বৈজ্ঞানিক সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তি, ক্রিয়া-পদ্ধতির ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করাই এই পদ্ধতি অনুসরণের উদ্দেশ্য। ফলে তাদের মধ্যে একটি কৌতূহলী অনুসন্ধিৎসু ও সমালোচক মন তৈরি হয়। কোন তথ্য সংবাদপত্র বা বই-পুস্তক যেখান থেকেই সংগৃহীত কোন না কেন তার সত্যতা বা প্রমাণিকতা তারা যাচাই করতে শেখে, এমন কি শিক্ষকের পাঠদানের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় ও কোনটি বর্জনীয় তারা বুঝতে শিখে। এই পদ্ধতি জ্ঞানে সঞ্চয় বৃদ্ধি থেকেও শিক্ষার্থীর মানসিকতা বৃদ্ধি বা অগ্রগতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

চেতনতা সৃষ্টি

বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষত ব্যাকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা কিছু সংখ্যক উদাহরণ সংগ্রহ করে তাদের সাধারণ ধর্ম অনুসন্ধান করার পর তা থেকে সূত্র আবিষ্কার করতে পারে। সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে কবিতার সৌন্দর্য উপলব্ধি বা কবির রচনা শৈলী নিরূপণ ইত্যাদি এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আরোহ প্রণালীর মাধ্যমে পড়ানো সম্ভব। অনুরূপভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে মূল দলিলগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করে অথবা কোন প্রামাণ্য ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এই পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ হয়। অর্থনীতি, পৌর বিজ্ঞান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের বিভিন্ন সংবাদ থেকে যখন সিদ্ধান্ত গঠন করা হয় তখনই এই পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ সম্ভব।

শিক্ষার্থীকে আবিষ্কারকের আসনে বসিয়ে দিলে সে নিজের চেনা-জানা অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করবে। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা হবে শুধু প্রেরণাদাতার।

সাক্ষাৎকার (Interview)

কোন সমস্যা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা কিম্বা সরকারী, বেসরকারী তথ্য বিবরণী আশাপ্রদ সমাধানে পৌঁছতে যথোপযুক্ত বা নির্ভরযোগ্য বিবেচিত না হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তিত্বের মতামত গ্রহণ প্রয়োজনীয় বিবেচনা হলে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে বা ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসাবাদের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে যে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয় তাকে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি বলা হয়। অন্যান্য শিক্ষাদান পদ্ধতির মতো সাক্ষাৎকার পদ্ধতি সুপরিচিত পদ্ধতি নয়। কোন মৌলিক বিষয়ের উপর বিজ্ঞানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য গবেষণা করার উদ্দেশ্যেই এই ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বই-পুস্তক, সরকারী, বেসরকারী তথ্য বিবরণীতে প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়।

গবেষণা পরিচালনায় ব্যবহৃত

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন পাঠদান পদ্ধতির প্রবর্তিত হচ্ছে । আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ তারা যাতে কোন সমস্যা সম্বন্ধে যথাযথ ও পর্যাপ্ত তথ্য যোগাড় না করে এবং এসব তথ্য বিচার বিশ্লেষণ না করে ঐ সমস্যার সমাধান বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছায় সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ঠিক তেমনি সামাজিক বিজ্ঞানের আওতাধীন কোন তথ্য বা তত্ত্ব যাচাই বাছাই করতে হলে সাক্ষাৎকার পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। উচ্চশিক্ষাস্তরে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি বহুদিন থেকে বিভিন্ন দেশে অনুসৃত হয়ে আসছে। মাধ্যমিক স্তরের উপরের শ্রেণীতে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা এ নিয়েও শিক্ষবিদগণের মনে নানা চিন্তাভাবনা দানা বেঁধে উঠেছে। মাধ্যমিক স্তরে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে সাক্ষাৎকার কে গ্রহণ করবে, কিভাবে গ্রহণ করবে এবং কাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে, এ প্রশ্নগুলো অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এসে যায়। শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজে সাক্ষাৎকার নিতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা বিষয়ী হিসেবে সাক্ষাৎকার দিতে পারে। এই জাতীয় সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হয় সেই কলাকৌশল বা পদ্ধতি তারা আয়ত্ত করতে পারে। পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ সাক্ষাৎকার নিতে পারে। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বিষয়ী হিসেবে সাক্ষাৎকার দিতে পারে। বিষয়বস্তু বা সমস্যার প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে অন্যান্য শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মতামত, অন্য কোন বিদ্যালয়ের

সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন

শিক্ষার্থীদের মতামত, এমনকি প্রয়োজনবোধে উপযোগী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাইরে বিষয় বা সমস্যার সাথে জড়িত অন্য কোন বিশেষজ্ঞের মতামতও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারে।

নির্বাচনে সতর্কতা

সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে প্রাপ্ত ফলাফল নির্ভরযোগ্য, নিরপেক্ষ ও যথার্থ হওয়ার প্রয়োজনে যাদেরকে বিষয়ী হিসেবে মনোনীত করা হবে তারা গোষ্ঠী বা দলের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা সম্পন্ন হবে। মনে করা যাক, কোন একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীতে পাঠ্য বিষয়গুলোর মধ্যকার কোন বিষয় ভাল লাগে, এই সম্পর্কে একটি জরিপকার্য চালানোর জন্য সাক্ষাৎকার নেয়া হবে। উক্ত বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীতে সর্বমোট ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। সবার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। এই কারণে ১৫০ জনের মধ্যে থেকে হয়তো ১৫ জন শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা যেতে পারে। যদি ১৫০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১০০ জন ছাত্র আর ৫০ জন ছাত্রী থাকে তবে ১০ জন ছাত্র এবং ৫ জন ছাত্রীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলে তা প্রতিনিধিত্বমূলক হবে। আবার ১৫০ জন শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কাদের মনোনীত করতে হবে তা নির্ণয় করতে হলে বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থীর মতামত নেয়া আবশ্যক। শুধু উন্নত মেধা ছাত্রদের মতামত নিলে ফলাফল একরকম হবে, আবার শুধু নিম্ন মেধার শিক্ষার্থীর মতামত নিলে ফলাফল একরকম হতে পারে। সুতরাং পূর্ববর্তী বছরের বার্ষিক ফলাফল দেখে বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে এই ১৫ জন বিষয়ীকে নির্বাচন করতে হবে।

সাক্ষাৎকার নেয়ার পর বিভিন্ন মতামত সন্নিবেশিত (Tabulation) করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। উপরোক্ত উদাহরণের ফলাফল নির্ণয় করতে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে, বাংলা বিষয়টি অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ভালো লাগে তারপর বিষয়তালিকায় হয়তো অন্যান্য বিষয় যেমন সমাজ পাঠ, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি আসতে পারে।

রিক উপযোগিতা

সাক্ষাৎকার পদ্ধতি শ্রেণী পাঠনার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে অসুবিধা রয়েছে। তবে এই পদ্ধতিটি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অধীনে মাঝে মাঝে প্রয়োগ করতে পারলে শিক্ষার্থীরা সাক্ষাৎকার গ্রহণের কলাকৌশল আয়ত্ত করতে পারে। সেমিনার, সিম্পোজিয়া, গল্প বলা, আবৃত্তি, ভূমিকাভিনয়, বিতর্ক, বক্তৃতা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মতো সাক্ষাৎকার পদ্ধতিও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর জন্য যথেষ্ট সার্থকতার সাথে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুসৃত হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশম লক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে ক বৃত্তায়িত করুন ঃ

১. নিম্নবর্ণিত কোন বক্তব্যটি সঠিক ?

ক. অভিনয় কল্পিত বিষয় এবং অতীত ঘটনাকে প্রত্যক্ষগোচর করে তোলে।

খ. সাধারণ পাঠের সময় ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলেও পোশাক-পরিচ্ছদ, দৃশ্যপট ইত্যাদির প্রয়োজন রয়েছে।
গ. আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে বৈজ্ঞানিক বা আবিষ্কারক বানানো।
ঘ. আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও অনুসরণ করা সম্ভব।

২. নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক নয় ?
ক. আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে আবিষ্কারের ভূমিকায় দেখা হয়
খ. আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি অনুসরণ করার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মনকে অনুসন্ধিৎসু, সমালোচক ও সৃষ্টিশীল করে তোলে
গ. আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতির গুরুত্ব এইখানে যে এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা যায়
ঘ. আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে অনুসরণ করা সম্ভব নয়

৩. ব্যাকরণের সূত্র শেখানোর ব্যাপারে কোন পদ্ধতিটি সবচেয়ে উপযোগী ?
ক. ভূমিকাভিনয় খ. সাক্ষাৎকার
গ. আবিষ্ক্রিয়া ঘ. আলোচনা

সংক্ষিপ্ত উত্তর-মূলক প্রশ্ন

1. পরীক্ষণ পদ্ধতি কি ? এ পদ্ধতি শিক্ষাদানে কি কাজে লাগে ?
2. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির গুণাগুণ বর্ণনা করুন।
3. আলোচনা ও প্যানেল আলোচনার মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে ?
4. আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি কি ? এ পদ্ধতির উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা ঃ ইউনিট ৫

পাঠোত্তর মুল্যায়ন -১
১। ঘ ২। খ ৩। গ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -২
১। ঘ ২। ক ৩। ক

পাঠোত্তর মুল্যায়ন -৩
১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। গ

পাঠোত্তর মুল্যায়ন -৪
১। ক ২। ঘ ৩। গ